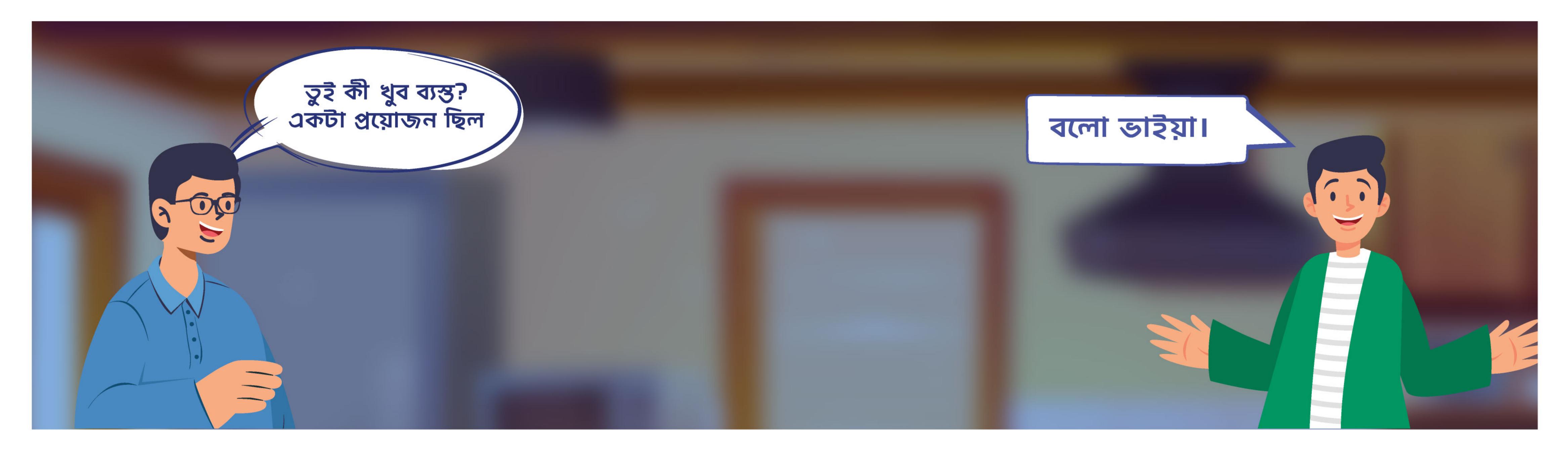


প্যারেন্টাল কন্ট্রোল অ্যাপের ব্যবহার, ফিল্টারিং অ্যাপ, সেফ সার্চ, অ্যাক্টিভিটি

মনিটরিং অ্যাপ ব্যবহার











তোমার ফোন থেকে গুগল প্লে স্টোর ওপেন করবে।

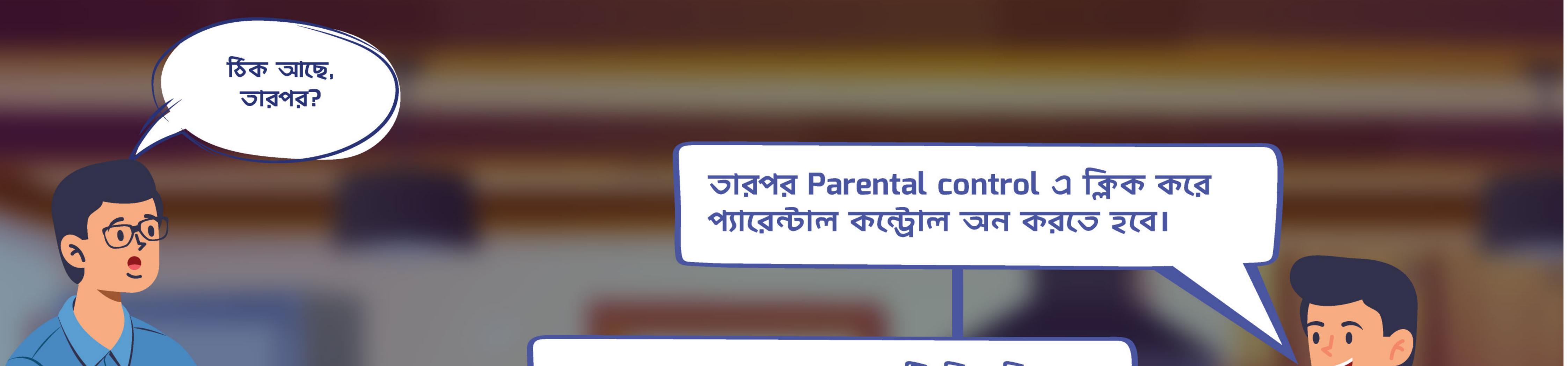
তারপর প্লে স্টোরের সেটিংসে যাবে।

এবার প্লে স্টোর ওপেন হবার পর উপরে ডানদিকে প্রোফাইল ছবি/আইকনের ওপর ক্লিক করবে।

একটি মেন্যু আসবে যেখানে নিচের দিকে সেটিংস অপশনটি

প্যারেন্টাল কন্ট্রোল নিয়ে বললি, তো এটা সেট আপ করবো কীভাবে বুঝতে পারছি না।

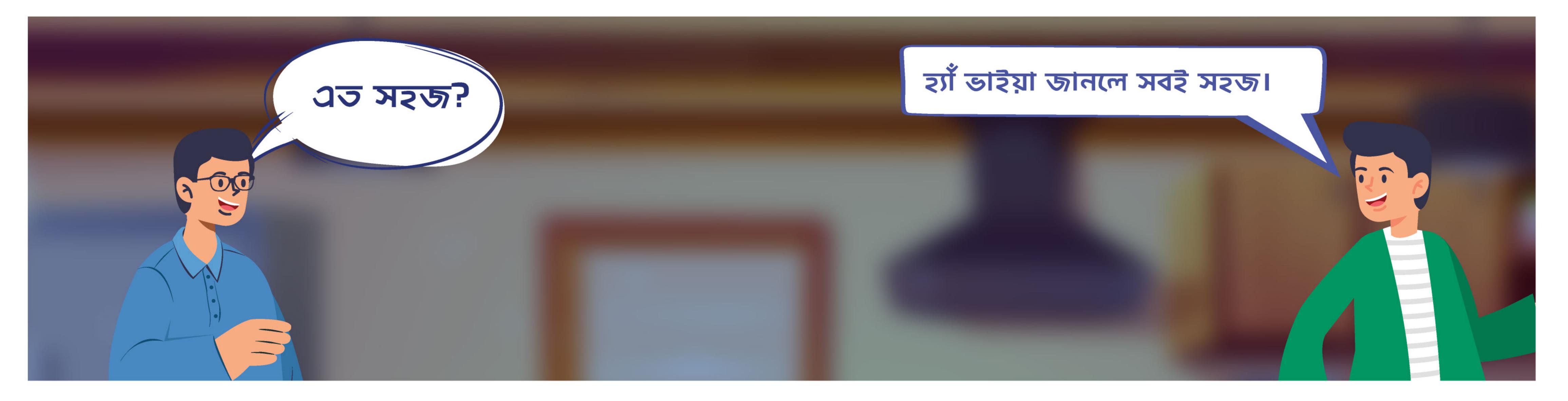




অন করার সাথে সাথে একটি পিন দিতে বলবে। এই পিন তোমার পছন্দমত দিবে।

পিন দেয়ার পরে একই পিন আবারও কনফার্ম করতে হবে। আচ্ছা তারপরে? আচ্ছা তারপরে ধাপে গেলে বিভিন্ন ধরনের কন্টেন্টে নিয়ন্ত্রণ আরোপের অপশন দেখাবে। যেমন Apps and games, Movies, Music. এইবার যেকোনো একটি ক্যাটাগরি নির্বাচন করে ক্লিক করলে বিভিন্ন বয়সের ক্যাটাগরি দেখাবে যে তুমি কোন বয়সের উপযোগী কন্টেন্ট রেস্ট্রিক্ট করতে চাচ্ছো।





ফিল্টারিং অ্যাপ আর সেফ সার্চ কিরে? অফিসের কলিগরা কথা বলছিলো তখন স্তনলাম।

ফিল্টারিং অ্যাপ অযাচিত ওয়েবসাইটে যাওয়া, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, চ্যাটিং মাধ্যমে খুব বেশি সময় ব্যয় করা,

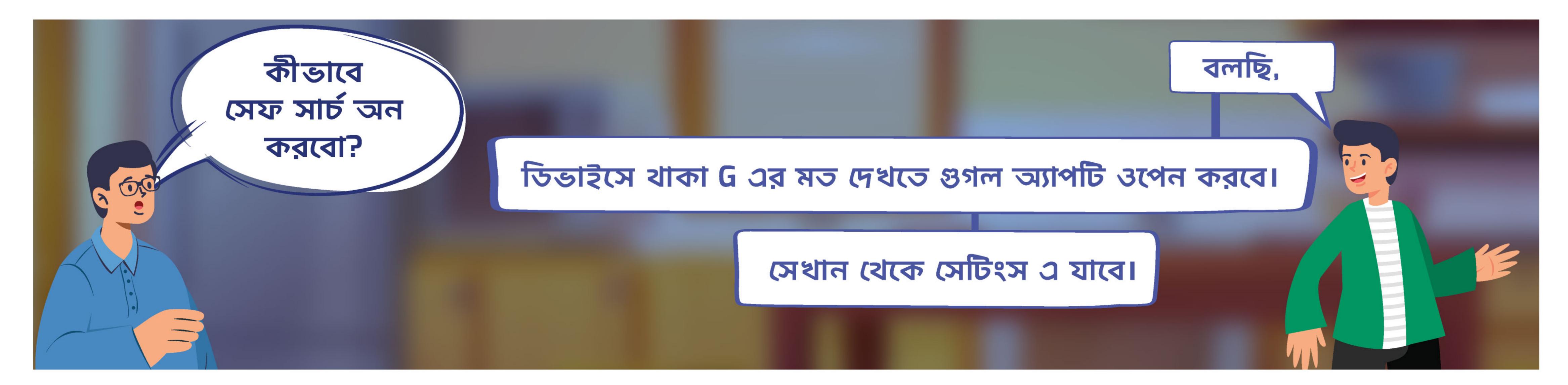
বয়সের অনুপযোগী কন্টেন্ট দেখা এই বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ফিল্টারিং অ্যাপ হলো FlashStart, Net Nanny এবং Kaspersky Safe Kids.



()

আর বাচ্চাদের ডিভাইসে সেফ সার্চ অন করে রাখলে এডাল্ট কন্টেন্ট বা ভায়োলেন্ট কন্টেন্ট বাচ্চাদের সার্চ রেজাল্টে আসে না।



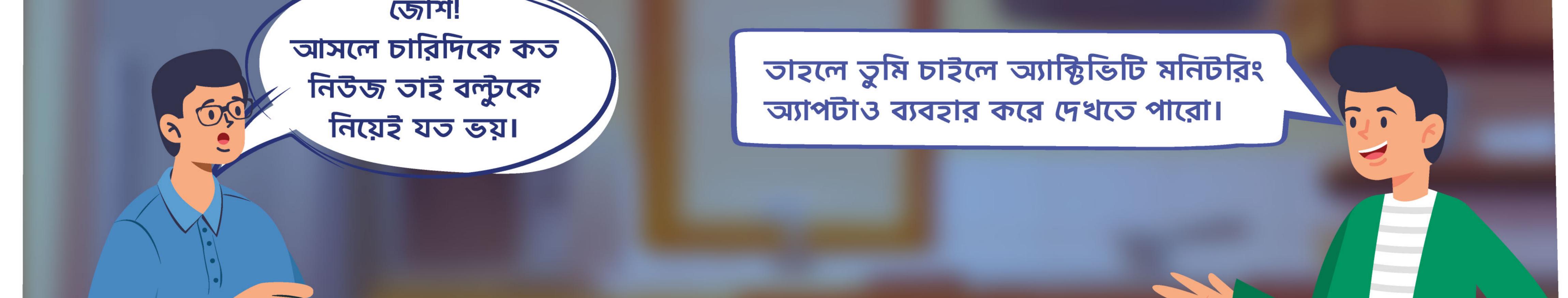
সেখানে দেখবে Hide explicit results নামে একটি অপশন আছে।

এই অপশনে ক্লিক করে সেফ সার্চ অন করতে পারবে।

স্ক্রিনের উপরে তালা চিহ্ন থাকলে বুঝবে সেফ সার্চ অন আছে।

অ্যাক্টিভিটি মনিটরিং

অ্যাপটা আবার কী?



শিশুদের অনলাইন অ্যাক্টিভিটি মনিটর করা এবং তাদের ঝুঁকির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য এই অ্যাপ ব্যবহার করা হয়।

বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি অ্যাক্টিভিটি মনিটরিং অ্যাপ হলো iOS 12, Circle, Monqi Phone, Boomerang এবং Qustodio.



